



ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 772-778

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.015

বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থনিষ্ঠ দানের ধারণাঃ একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

প্রিয়াঙ্কা দত্ত, গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025

©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Bodhisattvabhūmi is a Buddhist scripture and the fifteenth stage of Yogācārabhūmi, authored by Asaṅga, a renowned philosopher of the Yogācāra Buddhist school. The Dānapaṭalam chapter of Bodhisattvabhūmi explores the concept of dāna pāramitā (the perfection of giving).

This article endeavors to provide a comprehensive understanding of dāna in a holistic manner. It discusses the character traits of a bodhisattva and the psychological attributes of the recipient. Beyond offering a brief overview of Bodhisattvabhūmi, this study critically and analytically examines the philosophical concept of dāna, shedding light on its deeper significance.

Keywords: Pāramitā, Difficult Task, Sarvatomukha (All-Encompassing), Virtuous Person, Obstructive Factors, Worldly Pleasure, Wisdom, Skillful Means.

বৌদ্ধশাস্ত্রে মানবতার পূর্ণ বিকাশের জন্য অর্থাৎ বুদ্ধত্ব লাভের জন্য যে বিশিষ্ট সাধনপ্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে, তার নাম পারমিতা। সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ‘পারমিতা’ শব্দটি পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে ‘পারমি’ নামে কথিত হয়। পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রে দশটি পারমিতা স্বীকার করা হয়েছে। তন্মধ্যে দান পারমিতা প্রথম স্থানেই বিরাজমান। অপরদিকে মহাযান বৌদ্ধ শাস্ত্রে ছয়টি পারমিতা স্বীকার্য এবং তার মধ্যে অন্যতম হল দান পারমিতা। পালি ও মহাযান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন গ্রন্থে দানের ধারণা প্রসঙ্গ নানাভাবে আলোচিত হলেও আমি এই প্রবন্ধে মহাযান সম্প্রদায়ের অন্যতম দার্শনিক অসঙ্গের বিশেষ গ্রন্থ বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থটিকে মুখ্য গ্রন্থ রূপে গণ্য করে দান পারমিতার একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি।

আমি এই প্রবন্ধটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছি -

- (১) প্রথম বিভাগে দার্শনিক অসঙ্গ এবং তাঁর অন্যতম রচনা বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানের চেষ্টা করেছি।
- (২) দ্বিতীয় বিভাগে দানের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ প্রদানের চেষ্টা করেছি।

(৩) তৃতীয় বিভাগে বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থে দানের আলোচনা কীভাবে করা হয়েছে একটি বিবরণ প্রদানের চেষ্টা করেছি।

১

মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশেষত যোগাচার সম্প্রদায়ের দার্শনিক হলেন অসঙ্গ। মহাযান দর্শনের অন্যতম পথিকৃৎ নাগার্জুনের সহিত তাঁকেও এই দর্শনের অন্যতম একজন প্রতিষ্ঠাতা রূপে বিবেচনা করা হয়। বৌদ্ধ গ্রন্থ যোগাচারভূমি শাস্ত্রের রচয়িতা হলেন অসঙ্গ। এই গ্রন্থ যোগাচার সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নিয়মনীতি বিষয়ক একটি গ্রন্থ। আমার আলোচ্য বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থটি অসঙ্গের এই যোগাচারভূমি শাস্ত্রের সতেরটি ভূমির অন্তর্গত পঞ্চদশ স্তর বা ভূমি। এই গ্রন্থ পরবর্তীকালে সংস্কৃতে রচিত হয়। এই গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা –(ক) আধার- যোগস্থান, (খ) আধারানুধর্ম-যোগস্থান এবং (গ) আধারনিষ্ঠ যোগস্থান।^১ তন্মধ্যে দান পারমিতার বিশদ আলোচনা আমরা আধার- যোগস্থানের অন্তর্গত ‘দানপটলম্’ অধ্যায়ে লক্ষ্য করি।

২

দান হল বোধিচর্যার উদ্দেশ্যে প্রথম ধাপ। দান বলতে বোঝায় ব্যক্তির এমন গুণ যা ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে সহায়তা করে। ‘দান’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল দেওয়া। দানের সমার্থক শব্দ উদারতা, দানশীলতা ইত্যাদি। ত্যাগের অনুশীলন করাই হল দানের সমার্থক।^২ সর্ব জীবের নিমিত্তে সকল বস্তু দান বা ত্যাগ করা হল ‘দান পারমিতা’র সাধনা। বোধিসত্ত্বের বোধি দানেই প্রতিষ্ঠিত^৩, বোধিসত্ত্বকে এইরূপ সংকল্প গ্রহণ করতে হয় যে, যার যে বস্তুর প্রয়োজন, কোনো প্রকার শোক না করে তাকে সেই বস্তু তিনি প্রদান করবেন।

৩

বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থে ‘দানপটলম্’ অধ্যায়ের প্রারম্ভে দার্শনিক অসঙ্গ দানের আলোচনা শুরু করেছেন এভাবে - বোধিসত্ত্ব ছয়টি পারমিতা পরিপূর্ণ করার পরে সম্যক সংস্কারি রূপ বুদ্ধত্ব লাভ করেন। এই ছয়টি পারমিতা হল যথাক্রমে - দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা পারমিতা।

এরপর প্রশ্ন ওঠে বোধিসত্ত্বের পালনীয় দান পারমিতা কোনটি? দান পারমিতা আলোচনা প্রসঙ্গে এখানে অসঙ্গের বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থের ‘দানপটলম্’ অধ্যায়ে দান পারমিতার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দানের নয়টি প্রকারের কথা বলা হয়েছে। যথা - (ক) স্বভাব দান, (খ) সর্বদান, (গ) দুষ্কর দান, (ঘ) সর্বতোমুখ দান, (ঙ) সৎপুরুষ দান, (চ) সর্বাকার দান, (ছ) বিঘাতার্থিক দান, (জ) ইহমূত্রসুখ দান, (ঝ) বিশুদ্ধ দান।^৪

এইসকল দানের মধ্যে এই প্রবন্ধে আমি প্রথম দুই প্রকার দানের বিশদে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

(ক) স্বভাব দান: এই নয়টি প্রকার দানের মধ্যে সর্বপ্রথম আসে স্বভাব দান। স্বভাব বলতে এখানে বোধিসত্ত্বের এমন একটি চেতনা রূপ স্বভাব বা গুণের কথা বলা হয়েছে যার দ্বারা তিনি সকল পার্থিব বস্তু এবং নিজ দেহের প্রতি উদাসীন থাকবেন অর্থাৎ, দানের অনুশীলনে বোধিসত্ত্বের নিজস্ব কোনো স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্য থাকবে না এবং বিনিময়ে পুরস্কার প্রাপ্তির প্রতিও তিনি কান্ধিত হবেন না। এই চেতনা সকল অধিগ্রহণমুক্ত। সেই চেতনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বোধিসত্ত্ব কায় ও বাক্জনিত কর্ম ত্যাগের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করবেন। অতএব, এর থেকে এই ধারণা স্পষ্ট হয় যে, দান স্বভাব বলতে যে ব্যক্তি (গ্রহীতা) বস্তু কামনা

করে তাকে সেই বস্তু দান এবং যে ব্যক্তি এই দান রূপ কর্ম সম্পাদন করবেন অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব, এই উভয় ব্যক্তি অবশ্যই বোধিসত্ত্বের পালনীয় নৈতিক নিয়মাবলীর মধ্যে আবদ্ধ থাকবেন। দানের মাধ্যমে যা অর্জিত হয় তা বোধিসত্ত্ব দেখতে পান এবং দেই দানের ফলাফলকেও তিনি স্বীকৃতি দেন। অর্থাৎ, তিনি ফলদশী হয়ে অন্য ব্যক্তি (গ্রহীতা) যা কামনা করেন, তা নির্দিধায় দান করবেন।

(খ) সর্বদান: এরপরে আসে দ্বিতীয় প্রকার সর্বদান। প্রশ্ন - সর্বদান কোন্টি? সর্বদান বলতে কী ধরনের বস্তু দানের কথা এখানে বলা হয়েছে? দানের ক্ষেত্রে দুই ধরনের বস্তু নির্দেশিত হয়, যথা - (১) অভ্যন্তরীণ (আধ্যাত্মিক) বস্তু ও (২) বাহ্য দেয় বস্তু।^৬ বোধিসত্ত্বের নিজ দেহ পরিত্যাগকে আমরা ‘আধ্যাত্মিক বা অভ্যন্তরীণ বস্তু পরিত্যাগ’ অর্থে ধরতে পারি। অবশিষ্ট সকল দ্রব্য বা বস্তু যা দানের উপযুক্ত, তাকে ‘বাহ্যদ্রব্য ত্যাগ’ বলে।

আধ্যাত্মিক বস্তু দানের ক্ষেত্রে দুটি উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে বোধিসত্ত্ব নিজের দেহ অন্য ব্যক্তি যারা দেহ সন্ধান করছেন অর্থাৎ গ্রহীতার উদ্দেশ্যে অর্পণ করবেন। তন্মধ্যে একটি উপায় হল - তিনি অপরের অর্থাৎ যিনি দেহ সন্ধান করছেন তার বশীভূত বা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এবং তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কর্ম করবেন (যেমন ইচ্ছা তেমন করণীয়)। দৈহিক আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত হয়ে মুক্ত মন নিয়ে একজন বোধিসত্ত্ব যিনি পরম জ্ঞান অর্জনের জন্য আকাজ্জিত, যিনি অন্যের উপকার ও সুখ প্রদানে সর্বদা ব্যস্ত এবং যিনি দানের পরিপূর্ণতা সম্পূর্ণ করতে সর্বদা প্রয়াসী (বোধিসত্ত্ব), তিনি নিজেকে অন্যের নিয়ন্ত্রাধীন করে অন্যের ইচ্ছার বশীভূত হয়ে তাদের (গ্রহীতার) ইচ্ছা অনুসারে দান-কর্ম সম্পাদন করবেন।^৭

দ্বিতীয় উপায় হল - হাত, পা, চোখ, মাথা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা ছোট উপাঙ্গের জন্য মাংস ও রসের অনুসন্ধানে অন্যেরা তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁর মজ্জা পর্যন্ত প্রদান করবেন।

বাহ্যবস্তু দানের ক্ষেত্রে দুটি উপায়ে একজন বোধিসত্ত্ব অপর প্রাণীদের কাছে বাহ্যবস্তু দান বা ত্যাগ করবেন। প্রথম উপায়টি হল - তিনি একটি ধার করা বস্তু দান করতে পারেন যাতে গ্রহীতা খুশি হতে পারেন। দ্বিতীয় উপায় হল - তিনি এমন বস্তু দান করবেন যাতে গ্রহীতার এটির উপর আধিপত্য থাকতে পারে এবং বোধিসত্ত্ব সেই বস্তুর প্রতি সকল মালিকানা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেই অপর ব্যক্তিকে (গ্রহীতাকে) তা দান করবেন। এরপর প্রশ্ন তিনি কি সকল সময়ে আধ্যাত্মিক ও বাহ্য বস্তু দান করবেন? এর উত্তরে বলা যায়, সর্বদা এই দুই প্রকার বস্তু দান করা যাবে না। এর কারণ কী? এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্য বস্তুর ত্যাগ কেবল সুখের জন্য নয়, কেবল অসুখের জন্য নয়, আবার কেবল মঙ্গলের জন্য নয় - এরূপ দান বোধিসত্ত্ব করবেন না। যে দান অবশ্যই কেবল সুখের জন্য না হয়ে পরের মঙ্গলের জন্যও হয়, অসুখের জন্য হয়েও অপরের মঙ্গলের জন্য হয় সেরকম বস্তু বোধিসত্ত্ব দান করবেন। এই ধারণার মধ্যে দিয়েই আমরা দান ও অদানের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি।^৮

এরপরের প্রশ্ন দানের অনুশীলনের ক্ষেত্রে কোন্ বিষয়ে একজন বোধিসত্ত্বের নজর রাখা উচিত এবং কোন্ বিষয় তিনি এড়িয়ে চলবেন?

এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্য বস্তুর মধ্যে বোধিসত্ত্ব এমন বস্তু অন্যকে দান করবেন না যা কেবল গ্রহীতাকে সুখ প্রদান করতে পারে, কিন্তু তাতে বাস্তবিক কোনো উপকার হয় না, আবার এরকম বস্তুও দান করবেন না যা সুখ ও উপকার কোনটাই আনে না। অপর ব্যক্তিকে কষ্ট দেয় যারা তাদের আদেশে অথবা তাদের

সম্ভবতঃ জন্ম তিনি পরবঞ্চনা করবেন না। কাউকে হত্যা করবেন না, কারোর ক্ষতি করার কথা চিন্তাও করবেন না। একজন বোধিসত্ত্ব অপরের জন্য শত শত হাজার হাজার বার নিজের জীবন পরিত্যাগ করতে পারেন।

যারা উন্মাদ বা বিকৃত মনের হন, তাদেরও বোধিসত্ত্ব নিজ দেহ দান করবেন না। কারণ তারা সঠিক মনের অধিকারী নন এবং একটি প্রকৃত লক্ষ্য নিয়ে তারা দেহ প্রার্থনা করছেন এমনও নয়। অতএব উন্মাদ ব্যক্তি নিজেই নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন না হওয়ায় বোধিসত্ত্ব তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করবেন না। বোধিসত্ত্ব দানের উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করে অভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক বস্তু রূপে নিজের দেহ দান করবেন।

আধ্যাত্মিক বস্তু কেমনভাবে কাদের দান করা যাবে এ প্রসঙ্গ আলোচনার পরেই আসে বাহ্য বস্তু দানের ক্ষেত্রে বোধিসত্ত্ব কীরকম বস্তু ও প্রার্থী নির্বাচন করবেন? একজন বোধিসত্ত্ব গ্রহীতা বা দান প্রার্থীকে বিষ, আগুন, অস্ত্র ও নেশাদ্রব্য সরবরাহ করবেন না। এক্ষেত্রে প্রার্থী বোধিসত্ত্বের নিকট শরণাপন্ন হলে তিনি গ্রহীতাকে এই সকল বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষার কারণ জিজ্ঞাসা করেন অর্থাৎ সেই সকল বস্তু নিজের ক্ষতি বা অপরের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে কিনা তা বিচার করে দেখবেন। যদি এগুলি নিজের এবং অপরের ক্ষতি সাধন না করে অপরের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় তাহলে তিনি তা দান করবেন।

বোধিসত্ত্ব নিজের পিতা ও মাতাকে গ্রহীতার কাছে কখনও অর্পণ করবেন না। কারণ পিতা-মাতা পরম গুরুস্থানীয়, তারা তাঁকে লালন-পালন করেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে পিতা-মাতাকে নিজের মস্তকে বহন করা তাঁর কর্তব্য। এই কর্মে তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন না। কোনো বস্তু যেমন বন্ধক রাখা হয় তেমন বোধিসত্ত্ব তাঁর পিতামাতার কাছে নিজেকে বন্ধক বা বিক্রয়যোগ্য বস্তুর ন্যায় মনে করবেন। একজন বোধিসত্ত্ব তাঁর নিজের পত্নী, সন্তানকে অন্য ব্যক্তির কাছে অর্পণ করবেন না।

বোধিসত্ত্ব তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে সম্পত্তি নিয়ে অন্যকে দান করতে পারবেন না। তিনি যেমন তাঁর পিতামাতার থেকে সম্পত্তি নিতে পারবেন না, তেমন তাঁর সন্তান, স্ত্রী, মহিলা চাকর, পুরুষ চাকর ও ভাড়া করা ব্যক্তির থেকেও সম্পত্তি নিতে পারবেন না। এমনকি তিনি তাঁর নিজের বস্তুগুলিকেও এমনভাবে দান করবেন না যাতে সেগুলির দ্বারা পিতামাতা, শ্রমিক বা ভাড়া করা ব্যক্তির ক্ষতি হতে পারে।

একজন বোধিসত্ত্ব ন্যায়সঙ্গত ও বিবেচনা সহকারে মূল্যবান বস্তু অর্জন করেন ও দানের অনুশীলন করেন, অন্যায়্য বস্তু গ্রহণ করেন না। অথবা তিনি এমনভাবে বস্তু গ্রহণ করবেন না যা অন্যের ব্যথা বা আঘাতের কারণ হয়।

একজন বোধিসত্ত্ব যিনি সুগত বুদ্ধের শিক্ষায় শিক্ষিত তিনি যদি দানের অনুশীলন না করেন তাহলে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হবে। যখন বোধিসত্ত্ব অপরকে বস্তু দান করেন তখন তিনি এমন মনোভাব পোষণ করেন যে, সমস্ত প্রাণী সমান ও সকলে দান পাওয়ার যোগ্য, তা সেই ব্যক্তি বন্ধু, শত্রু, নিরপেক্ষ ব্যক্তি, গুণী ব্যক্তি বা দোষী ব্যক্তি, নিকৃষ্ট, সমান বা উচ্চতর এবং সুখী অথবা দুঃখী ব্যক্তি হলেও তিনি তাদের বস্তু দান করবেন।

একজন বোধিসত্ত্ব গ্রহীতাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার থেকে নিম্ন মানের বস্তু (উপহার) দান করবেন না। তিনি চমৎকার বস্তু প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু দান করবেন না। কম মূল্যের বস্তু

দানের প্রতিশ্রুতি থাকলেও যদি তাঁর কাছে এমন একজন মানুষ থাকে যার গুণ চমৎকার, তাহলে তিনি চমৎকার বস্তুই সেই ব্যক্তিকে দান করবেন।

একজন বোধিসত্ত্ব নিজে অস্বস্তি, রাগান্বিত বা উত্তেজিত মনের অবস্থায় বস্তু দান করবেন না। তিনি দান করার সময়ে বারবার প্রাপককে এরকম বলেন না যে, “দানের মাধ্যমে আমি এভাবে আপনাকে সাহায্য করেছি, বা আমি আপনাকে লালনপালন করেছি ও দানের মাধ্যমে এভাবে আমি উচ্চস্তরের মানুষদের উচ্চ আসনে আসীন করতে চাই”। এমনকি নীচু স্থানীয় ব্যক্তিকেও দান করার সময়ে একজন বোধিসত্ত্ব অবজ্ঞাপূর্বক বা অসম্মানজনকভাবে দান করতে পারেন না।^৮ বিভিন্ন ধরনের অন্যায় আচরণে নিয়োজিত গ্রহীতাদের বস্তু দানের সময়ে যারা বিপরীত বুদ্ধিধারণকারী, উদ্ধত, অসংবৃত, জ্রুদ্ধ, রুষ্ট, পরনিন্দাকারী তাদের আচরণে বোধিসত্ত্ব নিরাশ হন।^৯

একজন বোধিসত্ত্ব পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় দান করেন না। তিনি অতুলনীয় সত্য সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের আশায় দান করেন। একজন বোধিসত্ত্ব দান করার সময়ে দারিদ্র ভয়ে ভীত হন না। করুণা ব্যতীত তিনি অন্য চিন্তা করেন না।

দান গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত এমন দান বোধিসত্ত্ব করবেন না, যেমন - ধর্মীয় সন্ন্যাসীদের জন্য অবশিষ্ট খাদ্য, পানীয় যাতে মলমূত্র, প্রস্রাব, কফ, পুঁজ, রক্ত ইত্যাদি থাকে তা দান করা উচিত নয়, আবার যে খাদ্য ও পানীয় নষ্ট হয়ে গেছে তাও দান করা অনুচিত। একইভাবে বোধিসত্ত্ব অন্য ব্যক্তিকে উপহার প্রদানের সময়ে এরকম অনুপযুক্ত কর্মে জড়িত হন না অথবা তিনি এরকম কোনো উপহার দেন না যা এইগুলির অনুরূপ।

একজন বোধিসত্ত্ব খ্যাতি লাভের আশায় দান করবেন না। এমনকি তিনি অন্যের কাছ থেকে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশাতেও দান করবেন না। ভণ্ডমি করার জন্য তিনি অন্যদের বস্তু দান করবেন না। তিনি এরকম চিন্তা করেন না যে, তাঁর এই উদারতার কাজের দ্বারা অন্যরা যেমন রাজ পরিবারের সদস্যরা, রাজার মন্ত্রী, নগরবাসী, দেশবাসী, ব্রাহ্মণ, গ্রাম প্রধান, ধনকুবের, বণিকরা তাঁকে উদার ও পরোপকারী হিসাবে চিনবেন যাতে ভবিষ্যতে বোধিসত্ত্বকে তাঁরা শ্রদ্ধা করেন ও সম্মান করেন।

তিনি এমন উপহার দেন না যা আত্মার দারিদ্রকে ইঙ্গিত করবে। তিনি অন্যকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে দান করেন না। তিনি এমন চিন্তা করেন না যে এই দানের মধ্য দিয়ে অন্যকে প্রলুব্ধ করা যাবে এবং তাদের বিশ্বাস অর্জন করার পর তাদের সাথে প্রতারণা করা যাবে। তিনি একজনের কাছ থেকে অপরজনকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য দান করেন না।

একজন বোধিসত্ত্ব দক্ষ, পরিশ্রমী ও সকল কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকেন। তাঁকে বা নিজেকে যথাযথ প্রস্তুতির সাথে প্রস্তুত করেন এবং সেই বস্তু দান করেন এবং অন্যদেরও এই কাজ করতে প্ররোচিত করেন। এই কাজে তিনি কোনোরকম অলসতা প্রদর্শন করেন না। যখন তিনি আরও সচেতন হন যে দান গ্রহীতাদের বিশাল সমাবেশ জড়ো হয়েছে এবং এর মধ্যে ভাল ও খারাপ দু ধরনের নৈতিক চরিত্রের ব্যক্তিরাই রয়েছেন, তখন তিনি তার সঠিক বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারাই যোগ্য প্রার্থীকে বস্তু দান করবেন।

একজন বোধিসত্ত্ব একটি উপযুক্ত সময়ে বস্তু দান করবেন, অনুপযুক্ত সময়ে দান করবেন না। বস্তু দান (উপহার) হল এমন যা নিজের এবং অন্যদের উভয়ের জন্যই উপযুক্ত, অনুপযুক্ত নয়। এটি এমন একটি পদ্ধতিতে দান করা হয় যা ভাল আচরণের দৃষ্টান্ত দেয়, অনুপযুক্ত আচরণের প্রতিনিধিত্ব করে না।

একজন বোধিসত্ত্ব একজন গ্রহীতার উপর উপহাস করেন না বা অবজ্ঞা করেন না বা তাকে বিব্রত করেন না। বোধিসত্ত্ব অশ্রুটি করেন না, তিনি একটি উজ্জ্বল মুখ প্রদর্শন করেন, একটি হাসি দিয়ে অভিবাদন করেন ও ভদ্র কথোপকথন শুরু করেন। তিনি দান দিতে অধিক সময় নেন না এবং দ্রুততাও অবলম্বন করেন না। অন্যরা যা তাঁর কাছে কামনা করেন, বোধিসত্ত্ব স্বেচ্ছায় তাই-ই তাদের দান করবেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সেইসকল বস্তু দান মঞ্জুর করেন।

এবার প্রশ্ন - কীভাবে একজন বোধিসত্ত্ব উপহার দিতে অস্বীকার করেন?

একজন বোধিসত্ত্ব কঠোরভাবে ব্যবহার করে আবেদনকারীকে প্রত্যাখান করতে অক্ষম। বরং দক্ষ উপায় ব্যবহার করে তিনি সেই ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিতে পারেন। সেই দক্ষ উপায় হল উপায়কৌশল্য।

এইক্ষেত্রে সেই উপায়গুলি হল - যেভাবে একজন ভিক্ষুক তাঁর পোশাক (বৌদ্ধ ভাষায় চীবর) আচার্য বা উপাধ্যায়ের নিকট দান (উৎসর্গ) করেন তেমনই বোধিসত্ত্ব গোড়া থেকেই বিশুদ্ধ মনোভাব নিয়ে তাঁর সকল সম্পত্তি ও ধর্ম(উপদেশ) সর্বদিক (দশ দিক) দিয়ে দানের অনুশীলনের জন্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের প্রতি নিবেদন বা অর্পণ করবেন। এইরূপ উৎসর্গের কারণে যদিও একজন ব্যক্তি বিপুল পরিমাণ ও বৈচিত্র্যময় সম্পত্তি অর্জন করতে পারেন যা দানের অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত, তখন তিনি বোধিসত্ত্ব হিসাবে আর্থ হয়ে ওঠেন অর্থাৎ আর্থবংশীয় বোধিসত্ত্ব হয়ে ওঠেন (A bodhisattva who abides in the ārya lineage)। তিনি তখন প্রচুর পরিমাণে পুণ্য অর্জন করবেন। অধিকন্তু এই পুণ্যের পরিমাণ মনের সদগুণগুলির বৃদ্ধি প্রাপ্তির সাথে সাথে তারও বৃদ্ধি প্রাপ্তি ঘটবে। যদি বোধিসত্ত্ব একজন দান গ্রহীতাকে দেখেন যে, তার ইচ্ছা অনুযায়ী দাতব্য উপহার প্রদান করা সেই ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত হয়, তাহলে তিনি সেই প্রার্থীকে তার ইচ্ছিত দেয়ধর্ম দান করবেন।

অসঙ্গ বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থের ‘দানপটলম্’ অধ্যায়ে দানের এক বিস্তৃত আলোচনা করেছেন যার মধ্যে দানের স্বরূপ, দানের স্বভাব, কোন্ ধরনের বস্তু দানের যোগ্য, দানের পক্ষে যোগ্য ব্যক্তি কেমন হবেন, কেমন ব্যক্তিকে দান করা যাবে না, কী দান করা অনুচিত, তার একটি সামগ্রিক বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া দাতা রূপ বোধিসত্ত্বের অবস্থান, মানসিকতার পাশাপাশি দান- গ্রহীতারও মানসিকতার পরিচয় এখানে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। গ্রহীতা দাতার কাছে কোনো বস্তু প্রাপ্তির অনুমোদন করলেই যে সে তা প্রাপ্ত হবে এমন নয়, সেক্ষেত্রে তার মানসিকতা, বস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশ্য রীতিমতো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে তবেই ব্যক্তি দান লাভের যোগ্য হয়ে ওঠেন। অপরদিকে দেয় বস্তু রূপে যেমন বাহ্য মূর্ত বিষয় গণ্য হয়, তেমনই অমূর্ত বিষয় রূপে জ্ঞানও দেয় বস্তু রূপে এখানে স্বীকৃত হয়েছে। বিশেষ উল্লেখ্য এই অধ্যায়ে দানের আলোচনায় দানের কোনো রূপ সংজ্ঞা প্রদান না করেই সরাসরি দানের প্রকারভেদের মধ্য দিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। দানের এই প্রকারভেদের মধ্য দিয়েই বোধিসত্ত্বের চারিত্রিক গুণাবলী এবং দানের বিভিন্ন দিকের সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানেই বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থের অভিনবত্ব নিহিত রয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. *Encyclopedia of Buddhism*(vol-7). ed. G.P Malalasekera. Srilanka: The government Of Srilanka, 2005. p.233.
২. Dayal, Har. *The Bodhisattva Doctrine in Buddhist Sanskrit Literature*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, 1932. p. 166.
৩. *Encyclopedia of Buddhism*(vol-5). ed. G.P Malalasekera. Srilanka: The government Of Srilanka, 1979. p. 314.
৪. অসঙ্গপাদ. বোধিসত্ত্বভূমি. সম্পা. নলিনাক্ষ দত্ত. পাটনাঃ কে.পি.জয়সয়াল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ১৯৬৬.পৃ. ৮০।
৫. তদেব, পৃ. ৮০।
৬. তদেব, পৃ. ৮০।
৭. Asaṅga. *Bodhisattvabhūmi*. trans. Artemus B. Engle. Boulder: Snow Lion, 2016. p. 207.
৮. Ibid. p.211 .
৯. Ibid. p. 214.